তড়িদাহত হয়ে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রুখতে কমিটি নিষ্ক্রিয়

বাগডোগরা, ১১ অক্টোবর ঃ বিদ্যুৎবাহী তারে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধ করতে গঠন করা উচ্চপর্যায়ের কমিটি অনেক বছর ধরে নিষ্ক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার বাগডোগরার অদূরে নয়াবস্তির ধানখেতের পাশে হাতির মৃত্যুর পর কমিটির নিষ্ক্রিয়তা আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। এর অন্যতম কারণ, যে স্থানে হাতির মৃত্যু হয়েছে সেই গ্রামের প্রতিটি ধানের খেতেই বিদ্যুৎবাহী তার লাগানো হয়েছে। বনবিভাগ কেন বিষয়টির প্রতি নজর দেয়নি সেই প্রশ্নও উঠেছে। যদিও কার্সিয়াং বনবিভাগের ডিএফও সন্দীপ বেরিওয়াল অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, কমিটির কাজ ঠিকই চলছে। ওই গ্রামের ধানের জমিতে যদি বিদ্যুৎবাহী তার লাগানো থাকে তবে আইনমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রায় একযুগ আগে বিদ্যুৎবাহিত তারে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঠেকাতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। রাজ্যের বনবিভাগ, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি, পুলিশ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এনজিও— এই পাঁচটি সংস্থাকে নিয়ে উচ্চপর্যায়ের সেল গঠন করা হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল বক্সা থেকে কার্সিয়াং বনবিভাগের সীমানা অর্থাৎ নেপাল সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত এই কমিটি নজরদারি চালাবে এবং দেখবে কোথাও যেন বিদ্যুৎবাহী তার কৃষিজমিতে লাগানো না হয়। অথচ অভিযোগ উঠেছে, উত্তরবঙ্গে যেখানেই হাতির পাল ফসলের লোভে হানা দিচ্ছে সেখানেই বিদ্যুৎবাহী তার লাগিয়ে হাতির পথ বন্ধ করা হচ্ছে। হাতি তড়িদাহত হয়ে মারা যাচ্ছে। বিদ্যুতের তার লাগানোর প্রবণতা বন্ধ করতে কঠোর মনোভাব নিচ্ছে না কমিটি। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে সচেতন করার কাজও করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। ন্যাফের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্‌বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন ন্যাফের পক্ষে অনিমেষ বসু। তিনি বলেন, গোটা উত্তরবঙ্গেই এই প্রবণতা চলছে। এসব বন্ধ না হলে হাতির মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বেই। নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারের আহ্বায়ক সুজিত দাস জানান, বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধ করতে যে কমিটি করা হয়েছিল তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালন সঠিকভাবে না করে তবে সেই কমিটি করে কী লাভ। মানুষকে সচেতন করার কাজে চরম গাফিলতি রয়েছে বলেই মানুষ এখনও বিদ্যুতের তার ব্যবহার করছে। কার্সিয়াং বনবিভাগের ডিএফও জানান, আমি বিষয়টি নিয়ে রেঞ্জ অফিসারদের নির্দেশ দেব, যে সব স্থানে তার লাগানো রয়েছে তার রিপোর্ট পেলে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রহারে জখম রেস্তোরাঁ কর্মী

রাজগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ মালিকের বেদম প্রহারে গুরুতর জখম হলেন রাজগঞ্জের পানিকৌড়ি এলাকার এক রেস্তোরাঁ কর্মী। তাঁর নাম দশরথ অসুর (২৬)। আহত যুবককে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ওই যুবকের আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা ক্ষিপ্ত হয়ে রেস্তোরাঁয় ভাঙচুর চালায়। একটি যাত্রীবাহী ছোটো গাড়িও ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশের একটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পুলিশ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। দশরথের আত্মীয়দের অভিযোগ, যদি সত্যিই ওই যুবক কোনো ভুল করে থাকে, তাহলে মালিক এভাবে মারধর না করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন। তবে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রেস্তোরাঁর মালিক।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দশরথের বাড়ি আলিপুরদুয়ারের নিমতি চা বাগান এলাকায়। রাজগঞ্জের পানিকৌড়িতে তাঁর জামাইবাবুর বাড়ি। নরেশ রায় নামে তাঁর জামাইবাবুর মাধ্যমে দশরথ প্রায় ছয় মাস আগে পানিকৌড়ির ওই রেস্তোরাঁতে কাজে ঢোকেন। তিনি রেস্তোরাঁর একটি নির্মীয়মাণ ঘরে থাকতেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁ থেকে কিছুটা দূরে তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে মগরাডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। ক্ষিপ্ত হয়ে দশরথের আত্মীয় ও প্রতিবেশী সহ প্রায় জনা তিরিশেক ওই রেস্তোরাঁয় ভাঙচুর চালায়। পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। রাতেই দশরথকে গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। রেস্তোরাঁর মালিক স্বপন সরকার বলেন, 'দশরথ আমার বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকেছিল। বাড়ির সদস্যরা চিৎকার করলে ও পালানোর সময় মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। পার্শ্ববর্তী মানুষজন এসে ওকে ধরে বেঁধে রাখে এবং মারধর করে। আমি গিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছি।' এ ব্যাপারে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, রেস্তোরাঁর মালিক অভিযোগ করেছেন। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চিকিৎসার জন্য লক্ষাধিক টাকা

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই সুজাতা দাসের চিকিৎসার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন বহু সহৃদয় ব্যক্তি। সেইসঙ্গে পাশে দাঁড়াল বেশ কয়েকটি সংস্থাও। এইরকম অন্তত ৩০টি সূত্র মারফত সুজাতার চিকিৎসার লক্ষাধিক টাকা উঠেছে। শিলিগুড়ির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের অন্যান্য প্রান্ত থেকেও অনেকেই সুজাতার চিকিৎসায় আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

গত সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে সুজাতা দাস নামে এক স্কুলছাত্রীর অসুস্থতা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। মেয়ের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার আবেদন জানান সুজাতার বাবা। আর তারপরই অনেকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। বুধবার একথা জানান সুজাতার বাবা শংকর দাস। এরজন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ এবং সাহায্যকারী সকলকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভোলেননি তিনি।

গ্রাম পঞ্চায়েত দখল তৃণমূলের

ফাঁসিদেওয়া, ১১ অক্টোবর ঃ ফাঁসিদেওয়ার বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত প্রধান সহ কংগ্রেসের নির্বাচিত চার পঞ্চায়েত সদস্য শিলিগুড়িতে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে এসে তাঁদের দলে যোগদান করেছেন বলে তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া (ব্লক-১)-র ব্লক সভাপতি আইনুল হক জানিয়েছেন। পাশাপাশি সিপিএমের নির্বাচিত দুই সদস্য মঙ্গলবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গত নির্বাচনে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে এককভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন (৭টি) দখল করলেও বোর্ড গঠন করতে ব্যর্থ হয় তৃণমূল। পাঁচটি আসন পেয়ে বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ড গঠন করে কংগ্রেস। পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হলেন কংগ্রেসের সাহানারা বেগম। বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধানকেই পুনরায় প্রধান করা হচ্ছে বলে আইনুল হক জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপি-র টিকিটে জয়ী উপপ্রধান অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নতুন বোর্ড অনাস্থা আনতে পারে বলে খবর। উন্নয়নের জন্যেই তাঁরা তৃণমূলে যোগাদান করেছেন বলে সাহানারা বেগম জানিয়েছেন।

ধানের লোভে গ্রামে ঢুকে হাতির মৃত্যু

বাগডোগরা, ১১ অক্টোবর ঃ ধান খাওয়ার লোভে গ্রামে ঢুকে মৃত্যু হল একটি হস্তিনীর। হস্তিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শেষপ্রান্তে নয়াবস্তি গ্রামের ৪ নম্বরে। বুধবার সকালে হাতির মৃত্যুর খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত হাতি দেখতে পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ দলে দলে ভিড় করেন। প্রাথমিকভাবে বনবিভাগের আশঙ্কা, বিদ্যুতের ছোবলে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার সকালে নয়াবস্তির ৪ নম্বরে বালুবাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, একটি ধানখেতের পাশে নয়ানজুলিতে মৃত অবস্থায় হাতিটি পড়ে রয়েছে। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন না থাকলেও শুঁড়ে একটি কাটা দাগ রয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ওই কাটা দাগ বিদ্যুৎবাহী তারে লেগে হয়েছে। কার্সিয়াং বনবিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার টিটি ভুটিয়া ও ব্যাংডুবি এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের বনকর্মীরা হাতির শরীর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করেন। শরীরে কোথাও কোনো বুলেট না মেলায় শুঁড়ে কাটা দাগ দেখে তাঁরা আশঙ্কা করছেন বিদ্যুৎবাহী তারে লেগেই মৃত্যু হতে পারে। তবে যে ধরনের জমির পাশে হাতির মৃত্যু হয়েছে সেখানে কোনো বিদ্যুৎবাহী তার লাগানো না থাকলেও, যে স্থানে মারা গিয়েছে তার চারদিকে প্রায় প্রতিটি ধানের জমিই বিদ্যুৎবাহী তার দিয়ে ঘিরে রাখা রয়েছে। বনকর্মীদের অনুমান, যেখানে হাতিটি মারা গিয়েছে সেখানেও বিদ্যুৎবাহী তার লাগানো ছিল। হাতির মৃত্যুর পরই দ্রুত তার খুলে ফেলা হয়েছে অথবা হাতিটি অন্যত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এখানে জল খেতে আসার পর মৃত্যু হয়েছে। কারণ, হাতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে জল খাওয়ার ইচ্ছে হয়। রেঞ্জার টিটি ভুটিয়া বলেন, এসবই প্রাথমিক আশঙ্কা। ময়নাতদন্ত হলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

ব্যাংডুবি এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের বনকর্মীরা জানান, হাতির পালের অত্যাচার বন্ধ করতে আমরা দুদিন আগে ৫০-৬০টি হাতির দলকে বাগডোগরা বনাঞ্চল থেকে সামরিক বিভাগের ১৬ এফএডি-র ভিতরে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেখান থেকেই একটি ছোটো দল এই নয়াবস্তি গ্রামে ধান খাওয়ার জন্য প্রবেশ করেছিল। ওই দলেরই একটি হাতির মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। তবে আমাদের গাড়ি সারারাত ওই অঞ্চলেই টহল দিয়েছিল। কিন্তু রাতে আমরা জানতে পারিনি। যে স্থানে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে তার কাছেই এক বাড়ির মহিলা গেন্দ্রি শৈব বলেন, 'ভোরের দিকে একদল হাতি এসেছিল, কিন্তু কীভাবে মারা গিয়েছে বলতে পারব না।' যাঁর জমির পাশে হাতির মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যুতের তারের স্পর্শ লেগেই হাতিটি মারা গিয়েছে। কারণ প্রতিটি জমি যখন বিদ্যুতের তার দিয়ে ঘেরা রয়েছে, তখন শুধুমাত্র এই জমিতে তার থাকবে না এটা হতে পারে না। হাতি মারা যাওয়ার পরই রাতারাতি তার খুলে নেওয়া হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এবিষয়ে কার্সিয়াং বনবিভাগের ডিএফও সন্দীপ বেরিওয়াল জানান, মৃত হাতির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে পুলিশে অভিযোগ জানানো হবে। পুলিশ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে। এবিষয়ে ন্যাফের পক্ষে অনিমেষ বসু উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ধান চাষের সময়ে গোটা উত্তরবঙ্গজুড়েই ধানের খেতে বিদ্যুতের তার লাগিয়ে রাখার প্রবণতা থাকে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই ভাবতে হবে। বনবিভাগ, পুলিশ, বিদ্যুৎবিভাগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ সকলকেই সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। না হলে এভাবে হাতি মৃত্যুর হার বেড়েই চলবে।

লোয়ার বাগডোগরায় বুধবার মৃত হাতিটিকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ছবি ঃ খোকন সাহা

ট্রেনের ধোঁয়ায় চাঞ্চল্য ঃ *হলদিবাড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোনোয় বুধবার চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ির মণ্ডলঘাট কাশিয়াবাড়ি এলাকায়। এদিন মণ্ডলঘাট ও কাশিয়াবাড়ি স্টেশনের মাঝে কারিয়াপাড়ায় ২০ নম্বর রেল পিলারের সামনে ৫৫৭৫০ ডাউন প্যাসেঞ্জারের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন চালক। ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুলকিও বেরোচ্ছিল বলে জানান চালক। রেলের কর্মীরাই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আনেন। আধঘণ্টা পর ফের গন্তব্যের দিকে রওনা দেয় ট্রেনটি। - তথ্য ও ছবি ঃ অমিতকুমার রায়*

ডিইএমইউ চলাচলে বিলম্বে ক্ষোভ

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ অক্টোবর ঃ নিউ কোচবিহার থেকে চ্যাংরাবান্ধা, নিউ মাল জংশন হয়ে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হওয়ায় যাত্রীদেরকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। ফলে এই ট্রেনে শিলিগুড়ি যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন অনেকে। সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে ছেড়ে ট্রেনটি বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছাবার কথা। কিন্তু বেশিরভাগ দিনই ট্রেনটি কখনও দুপুর ১২টায়, কখনও বেলা ১টায় শিলিগুড়ি পৌঁছাচ্ছে। গত সোমবার ট্রেনটি দুপুর ১২টায় শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছায়। ট্রেনের যাত্রী কমলেন্দু শূর, আশিস দে ও পলাশ বর্মন বলেন, নিউ কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে এই ট্রেনে যেতে সময় লাগছে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা। যেখানে মাত্র আড়াই ঘণ্টায় ট্রেনে শিলিগুড়ি পৌঁছানো যায়, সেখানে ৫ ঘণ্টারও বেশি সময়ে তাঁদের শিলিগুড়ি পৌঁছাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাঁরা শিলিগুড়িতে ব্যবসাবাণিজ্য, রোগীদের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়ছেন।

ট্রেনটি আবার শিলিগুড়ি জংশন থেকে বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে রওনা দিচ্ছে কোচবিহারের উদ্দেশে। শিলিগুড়িতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে আবার এই ট্রেন ধরার ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সাতসকালে শিলিগুড়ি পৌঁছে প্রয়োজনীয় কাজ করে আবার কোচবিহারে ফিরে আসা এই ট্রেনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। রেল কর্তৃপক্ষের উচিত, নিউ কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত এই ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চলাচলের সময় কমিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা করা। কয়েকজন যাত্রী জানান, নিউ মাল জংশন থেকে শিলিগুড়ি জংশনের মাঝে বিভিন্ন স্টেশনে এই ট্রেনটিকে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় অন্য ট্রেনের ক্রসিংয়ের জন্য। ফলে প্রায়দিনই এই ট্রেনটি অত্যধিক বিলম্বে শিলিগুড়িতে পৌঁছাচ্ছে।

চামুর্চি চা বাগানে জ্বর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

বানারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ চামুর্চি চা বাগানের জ্বর পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এমনটাই দাবি স্বাস্থ্য দপ্তর ও এলাকার বাসিন্দাদের। মঙ্গলবারের পর বুধবারও এসজেডিএ এবং জলপাইগুড়ি পুরসভার যৌথ উদ্যোগে ফগিং এবং মশা মারার কীটনাশক ছড়ানো হয়েছে চামুর্চি ফরেস্ট বস্তি সহ একাধিক এলাকায়। চামুর্চি চা বাগান থেকে নতুন করে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কথা জানা যায়নি। তবে নতুন করে পার্শ্ববর্তী আমবাড়ি চা বাগানে কয়েকজনের জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে, বানারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিভিন্ন পার্টে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়েছে। বানারহাটেও নতুন করে বেশ কয়েকজন বাসিন্দার জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। বানারহাটের মহাবীরবস্তি এলাকায় গুড়িয়া মাহাতো নামে এক গৃহবধূ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, বানারহাটে বেশকিছু মানুষ জ্বরে ভুগছেন। তবে বানারহাটে জ্বর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। সূত্রের খবর, জ্বরে আক্রান্ত যে সমস্ত রোগীর রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে, তাঁদের বাইরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছে। বুধবার বানারহাটের শান্তিপাড়া সহ আরও কিছু এলাকায় জমে ওঠা আবর্জনার স্তূপে এবং নর্দমাগুলিতে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধনবাহাদুর ছেত্রী বলেন, 'প্রতিটি বুথে ব্লিচিং পাউডার ও মশা মারার কীটনাশক ছড়ানোর জন্য বুথপিছু আড়াই হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। পার্ট মেম্বারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন নিজেদের পার্টে কীটনাশক ছড়ানোর কাজ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বানারহাট সাংগঠনিক ব্লকের পক্ষ থেকে তবারক আলি জানান, আমরা এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীকে আবেদন জানিয়েছি চামুর্চি এলাকায় কীটনাশক ছড়ানো ও ফগিং-এর কাজ হয়ে গেলে বানারহাটেও যেন এসজেডিএ-র পক্ষ থেকে ফগিং করা হয়।

সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের জন্য ভুয়ো দরখাস্তের হদিস মিলল

চোপড়া, ১১ অক্টোবর ঃ সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের স্কলারশিপের জন্য ভুয়ো আবেদনপত্র জমার হদিস মিলেছে। ব্লকের কালীগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের ৬৫ জন পড়ুয়ার জায়গায় ৬২৯ জন পড়ুয়ার স্কলারশিপের আবেদন জমা পড়ায় শেষ পর্যন্ত ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন।

গত কয়েক বছরে প্রচুর সংখ্যক ভুয়ো পড়ুয়ার আবেদন ঘিরে শেষ পর্যন্ত স্কলারশিপের আবেদনের জন্য ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) চালু করা হয়। তারপর থেকে ওটিপি চালু হতেই টার্গেট পূরণ করতে প্রশাসনের কালঘাম ছুটে যায়। এবছর স্কলারশিপের জন্য আবেদনপত্র জমা করতে চোপড়া সহ গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে প্রশাসনের এলাকাভিত্তিক শিবির করতে হল। তারপরও চোপড়ায় কীভাবে কয়েকশো ভুয়ো পড়ুয়ার হদিস মিলল সে ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ব্লক প্রশাসনের মধ্যে উদ্‌বেগ ছড়িয়েছে।

কালীগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিকান্ত নাথ বলেন, 'স্কুলে মোট পড়ুয়া ৩০৫ জন। তাদের মধ্যে সংখ্যালঘু পড়ুয়া ২১৭ জন। এবার মাইনরিটি স্কলারশিপের জন্য আবেদন জমা করেছিল ৬৫ জন পড়ুয়া। কিন্তু তার মধ্যে ৩২টি ফর্ম পরীক্ষা করার পর দেখি ইতিমধ্যে স্কুলের ডাইস কোডে ৩৭৬টি ফর্ম আগে থেকেই ভেরিফাই হয়ে আছে। এটা কীভাবে হল বুঝতে পারছি না।' বিষয়টি এদিন স্কুল পরিদর্শকের নজরে আনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

চোপড়া ব্লকেও প্রকৃত পড়ুয়ারা স্কলারশিপের জন্য এবার যে নানা কারণে আবেদনপত্র জমা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তা ফের একবার প্রমাণ করল কালীগঞ্জ প্রাইমারি স্কুল। যেখানে ২১৭ জন সংখ্যালঘু পড়ুয়া, সেখানে স্কলারশিপের আবেদন জমা পড়েছে মাত্র ৬৫টি।

স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) গৌতম সরকার জানান, কালীগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এদিন স্কুলে স্কলারশিপ নিয়ে আবেদনপত্রের গরমিল সংক্রান্ত বিষয়টি জানিয়েছেন। ওই স্কুলে মোট ৬২৯টি ভুয়ো আবেদন জমা পড়েছে। বিষয়টি বিডিও এবং জেলা স্কুল পরিদর্শকের নজরে আনা হয়েছে। চোপড়ার বিডিও সুবলচন্দ্র বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে বলেন, সংশ্লিষ্ট স্কুলের কাছে নির্দিষ্ট ডাইস কোড দেওয়া আছে। অতিরিক্ত ফর্মগুলি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বাতিল করতে বলা হয়েছে। ভুয়ো পড়ুয়া প্রসঙ্গে বিডিও-র বক্তব্য, এটাকে ঠিক এখনই ভুয়ো বলা সম্ভব নয়। কেননা দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত আবেদনপত্রের সবকটি ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের, যেহেতু এলাকায় একটি হাইস্কুল রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই হাইস্কুলের পড়ুয়া কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

আজ থেকে খুলছে তুরতুরি চা বাগান

কুমারগ্রাম, ১১ অক্টোবর ঃ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে খুলে গেল ডুয়ার্সের বন্ধ তুরতুরি চা বাগান। ওই চা বাগান খোলার ব্যাপারে বুধবার আলিপুরদুয়ারের অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছিলেন সহকারী শ্রম আধিকারিক। এদিন ওই বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় বৃহস্পতিবার সকালে খুলে দেওয়া হবে তুরতুরি চা বাগান। সেইসঙ্গে শ্রমিকদের পাওনাগন্ডাও কয়েক দফায় মিটিয়ে দেওয়া হবে। বৈঠক সফল হয়েছে, ফের চা বাগান খুলে যাচ্ছে – এই খবর পৌঁছাতেই বাগানের শ্রমিক মহল্লায় খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কোচবিহারের ডেপুটি লেবার কমিশনার রমেশ সিনহা এবং বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার রাজু দত্ত জানান, আগামীকাল বৃহস্পতিবার বাগান খুলছে। ১৯ তারিখ একটি পাক্ষিক বেতন হবে। তারপর বাগানে মিটিং করে আর্থিক পাওনা ছাড়া বাদবাকি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি সহ অন্যান্য খাতের প্রাপ্য টাকা কিস্তিতে মিটিয়ে দেওয়ার কথা মালিকপক্ষের তরফে জানানো হলে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন চা শ্রমিক সংগঠনের নেতারা সেই বক্তব্যকে স্বাগত জানান। তাঁদের অনেকেই বলেছেন, আলোচনা এবং শর্তসাপেক্ষে চা বাগান খুলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া টাকাও মাসখানেক সময়ের মধ্যে কিস্তিতে পেয়ে যাবেন। পুজো উৎসবের মরশুমে এটাই সবচাইতে বড়ো বিষয়। উল্লেখ্য, গত শনিবার শ্রমিক অসন্তোষ এবং আর্থিক সংকট সহ একাধিক অজুহাত দেখিয়ে বাগান ছেড়েছিল মালিকপক্ষ। জানা গিয়েছে, আগামী ১৪ তারিখ শনিবার শ্রমিকদের একটি পাক্ষিক বেতন দেওয়া হবে। এরপর ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার ফের একটি পাক্ষিক বেতনের সঙ্গে বকেয়া টাকার শতকরা ৬০ শতাংশ মিটিয়ে দেবে বাগান কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৭ তারিখ শুক্রবার বাদবাকি ৪০ শতাংশ বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আরেকটি পাক্ষিক বেতনের টাকাও শ্রমিকদের হাতে তুলে দেবে বাগান কর্তৃপক্ষ। এরপর থেকে শ্রমিকদের মজুরি নিয়মিতভাবেই দেওয়া হবে। কোচবিহার জেলার ডেপুটি লেবার কমিশনার, বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার, ডিবিআইটিএ-র ডেপুটি সেক্রেটারি অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, তুরতুরি চা বাগানের ম্যানেজার এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আইএনটিটিইউসি প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠনের নেতা নকুল সোনার জানিয়েছেন, বাগান খোলার এক মাসের মধ্যে ফের বৈঠক করে শ্রমিকদের বাদবাকি পাওনাগন্ডা এবং অন্যান্য সমস্যার সুরাহার পথ বের করা হবে। ওই সময় বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা এবং চা শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠক করে শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে মালিকপক্ষ। এদিনের বৈঠক সফল হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন চা শ্রমিক নেতা বাবলু মুখার্জিও। তিনি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কর্তাদের তৎপরতা এবং মালিকপক্ষের সদিচ্ছায় তুরতুরি চা বাগানকে ফের সচল করা গিয়েছে, এটাই সবচাইতে বড় বিষয়।'

দক্ষিণ ধূপঝোরায় যাওয়ার রাস্তা বেহালে দুর্ভোগ

চালসা, ১১ অক্টোবর ঃ পর্যটন মরশুমে বেহাল রাস্তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় জনগণ। মেটেলি ব্লকের গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া দক্ষিণ ধূপঝোরা যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে দক্ষিণ ধূপঝোরার কায়েতপাড়া মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিমি জেলাপরিষদের রাস্তা বেহাল। রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে কাঁটা পাথর বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তার মাঝে বড়ো বড়ো গর্ত তৈরি হয়েছে। বড়ো কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওই রাস্তা দিয়েই দক্ষিণ ধূপঝোরার সরকারি গাছবাড়ির রিসর্ট সহ ১০-১২ টি বেসরকারি রিসর্টে পর্যটকরা যাতায়াত করেন। রাস্তার বেহাল দশার ফলে পর্যটক সহ স্থানীয় জনগণেরও যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকার স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া সহ স্থানীয় জনগণ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। রাস্তার বেহাল দশার ফলে সকলেরই সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বছর তিনেক ধরে রাস্তাটি বেহাল হয়ে রয়েছে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা সহ রিসর্ট ব্যবসায়ীরা। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ সদস্য শংকর ওরাওঁ বলেন, ওই রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

মার্কশিটের দাবিতে অনশনে বসলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা

মেখলিগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ মার্কশিটের দাবিতে এবার অনশনে বসলেন মেখলিগঞ্জ নেতাজি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার দুপুর থেকেই মার্কশিটের দাবিতে নেতাজি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের দরজা আটকে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করেন ছাত্রছাত্রীরা। পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের আলোচনায় কোনো সমাধান সূত্র না মেলায় আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে মেখলিগঞ্জ ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আন্দোলনকারীদের পক্ষে সংঘমিত্রা রায়, রিনি সরকাররা জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৯৬ হাজার টাকা নেওয়ার কথা থাকলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে প্রচুর অর্থ নিয়েছে। দুই বছরের প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা ও রেজাল্ট বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ আরও মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করছে। টাকা না পেলে মার্কশিট দেওয়া হবে না বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দিয়েছে। এদিকে টেট-এর জন্য আবেদনপত্র জমার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু মার্কশিট হাতে না পাওয়ায় তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেকারণে মার্কশিটের দাবিতে তাঁরা অনশনে বসেছেন। আন্দোলনকারীরা আরও জানান, বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ থেকে চার লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মার্কশিট দেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং মেখলিগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মেখলিগঞ্জ ব্লক সভাপতি তপনকুমার দাম মঙ্গলবার রাতে কলেজের সম্পাদক সন্দীপ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন। ওই বৈঠকের যে কথোপকথন বাইরে এসেছে তাতে শোনা গিয়েছে, সন্দীপবাবু স্বীকার করে নিয়েছেন যে ছাত্রছাত্রীদের ৯৬ হাজার টাকার বাইরে আর কোনো রসিদ দেওয়া হয়নি। রেজিস্টারে লেখা রয়েছে টাকার অঙ্ক। এছাড়া এটি যেহেতু বেসরকারি কলেজ তাই বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের টাকা দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি অতি উচ্চপদস্থ কর্তার নামও উল্লেখ করেছেন। এদিকে, ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের জেরে কলেজেই মঙ্গলবার রাত থেকে আটকে রয়েছেন সম্পাদক সহ কয়েকজন শিক্ষক। ভেতর থেকে তাঁরা গ্রিলে তালা লাগিয়ে রয়েছেন। সম্পাদকের সঙ্গে এদিন সকালে বিষয়টি নিয়ে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বেলা ২টার পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান। কিন্তু ২ টার পর যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর মোবাইল সুইচড অফ থাকায় বক্তব্য জানা যায়নি।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কার্যকরী ব্লক সভাপতি শাহিন আলি সরকার জানান, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। মার্কশিটের পাশাপাশি অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের দাবি জানান তিনি। অন্যদিকে, ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের জেরে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দুর্ভোগে পড়েন ডিএলএডের প্রশিক্ষণ নিতে আসা এসএসকে ও পার্শ্বশিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের কোনো ক্লাস হয়নি এদিন। কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি দীপক দাস জানান, অনেক ছাত্রছাত্রীর হস্টেল চার্জ সহ কিছু অর্থ বাকি আছে। এটি বেসরকারি কলেজ। সেকারণে সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়। আলোচনা চলছে, সমস্যা মিটে যাবে।

মার্কশিটের দাবিতে অনশনরত মেখলিগঞ্জ নেতাজি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শারীরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। ছবি ঃ সজল দে

কলেজ ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু

চোপড়া, ১১ অক্টোবর ঃ চোপড়া থানার কাঁচাকালী এলাকায় মঙ্গলবার এক কলেজ ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ছাত্রের নাম অসীম সরকার (১৮)। বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র অসীম আগের দিন মোটরবাইক নিয়ে বেরোতে চাইলে বাড়ির লোকের আপত্তিতে পারেনি। সম্ভবত সেই কারণেই সে বিষপান করে।